দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

05

বই প্রকাশনা শিল্পে গভীর সংকট চলছে

।। সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক ।।

প্রকাশনা সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ভারতীয় বইয়ের পাইরেট সংস্করণের দাপট এবং সরকারের উদাসীনতার কারণে দেশের প্রকাশনা শিল্পে এখন চরম মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। নতুন বই প্রকাশ এবং বই বিক্রি আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। একুশের বইমেলার পর গত ৫ মাসে নতুন বই প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে।

বই ছাপার কাগজের দাম সম্প্রতি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বুকপ্রিন্ট কাগজ ৭শ' ৯০ থেকে ৮শ' টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি কালির দাম ও ছাপা খরচও বেড়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে বই প্রকাশনা খরচ বেড়ে গেছে।

বিদেশ থেকে বই ছাপার কাগজ ও ছাপা বই আমদানির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর অবস্থার জন্য বাংলাদেশে বই ছাপা কমে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। চলতি অর্থবছরে ('৯৪-৯৫) কাগজ আমদানির ৪৫ ভাগ কর বসানো হয়েছে। আগে এই করের পরিমাণ ছিল ৬০ ভাগ। ছাপা কাগজ বা সৃজনশীল বই আমদানির জন্য কর দিতে হয় শতকরা ৮ ভাগ। কাজেই প্রকাশকরা বিদেশ থেকে বই ছাপা কাগজ আমদানি না করে বই ছাপিয়ে নিয়ে আসছেন। এতে একদিকে ঢাকার ছাপাখানাগুলোর কাজ কমে যাচ্ছে অন্যদিকে বই ছাপার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে।

প্রকাশকদের একটি সূত্র জানিয়েছে, ঢাকায় এক ফর্মা (৮ পৃষ্ঠা) বই ছাপতে সবমিলে খরচ হয় প্রায় ৪ টাকা। এই এক ফর্মা বই যদি ঢাকার কোন প্রকাশক কলকাতা থেকে ছাপিয়ে ৮ ভাগ কর দিয়ে ঢাকায় আনেন তবে খরচ হয় আড়াই থেকে ৩ টাকা। এজন্য প্রকাশকরা ঢাকার বদলে কলকাতায় বই ছেপে আনতে বেশি আগ্রহী। ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন প্রকাশকের মতে বছরে ৫০ লাখ টাকার বই ঢাকার প্রকাশকরা ছাপিয়ে আনছেন কলকাতা থেকে। গত ২ বছর ধরে চলছে এই কাজ।

ঢাকার বই প্রকাশনা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আরেকটি কারণ কলকাতার জনপ্রিয় লেখকদের বই চোরাপথে ছাপা হওয়া। কয়েকজন প্রকাশক জানান, কলকাতার লেখকদের প্রায় ৫শ' রকমের বই লেখকদের অনুমতি না নিয়ে। কোন রকম-রয়েলটি না দিয়ে ঢাকায় কিছু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে ঢাকায় ছেপে বাজারজাত করছেন। সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার প্রমুখ লেখকের বই বেশি ছাপা হচ্ছে। একটি বই একই সাথে একাধিক ব্যক্তি চোরাপথে ছাপছেন। বুদ্ধদেব গুহের 'বাবলী' উপন্যাসটি একই সাথে ৬ জন ব্যক্তি চোরাপথে ছেপে বাজারজাত করেছেন। একটি সূত্র জানায়, ঢাকায় অবৈধভাবে প্রায় ৮ কোটি টাকার ভারতীয় বই ছাপা হয়।

ভারতীয় অবৈধ বইয়ের ব্যাপারে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না, কারণ এর কোন প্রমাণ থাকে না। কে বা কারা ছেপেছে বা কোন্ বইটি অবৈধভাবে ছাপা হয়েছে তা বুঝে ওঠা খুব কঠিন। এ ব্যাপারে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিও কোন উদ্যোগ নেয়নি।

চোরাপথে ছাপা বইয়ের ছাপা খরচ কম হয় কারণ লেখকদের কোন রয়েলটি দেয়া হয় না। যেসব ব্যক্তি এসব বই ছাপেন তাদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই, সরকারকে কর দেয়ার খরচ নেই। এসব বই ক্ষেত্রবিশেষে ৬০/৭০ ভাগ কমিশনে বিক্রি হয়। অপরদিকে ঢাকার বইয়ের কমিশন দেয়া হয় ৩৫ ভাগ। কাজেই চোরাই বইগুলোর প্রতি বিক্রেতা ও ক্রেতাদের নজর বেশি।

বই প্রকাশনা ব্যবসার ব্যাপারে সরকারও উদাসীন, বলে প্রকাশকরা অভিযোগ করেন। সরকারিভাবে প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের জন্য অনেক কথা বলা হয় কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত দুই বছর ধরে পাবলিক লাইব্রেরী ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের বই ক্রয় ও অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা বাজেট দেয়া হয় তা থেকে অর্থ অন্যখাতেও খরচ হয়ে যায়। বই ক্রয় খাতে পাবলিক লাইব্রেরীর বাজেট গত বছর ছিল ৫৬ লাখ টাকা, এবার হয়েছে ৫৮ লাখ টাকা। গ্রন্থকেন্দ্রের বই অনুদানের বাজেট গত দু'বছর ধরে ৬৪ লাখ টাকা।